The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

From Cooperation to Coercion: Indian Federalism, Centre–State Tensions since 2014

Samsunnahar Khatun

Former Student . Dept. of Political Science.University of Kalyani

West Bengal, India . E-mail – naharkhatunkhatun63@gmail.com DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400074

সারসংক্ষেপ

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ঐতিহ্যগতভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার সুষম বণ্টন এবং সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও, সমসাময়িক রাজনৈতিক-প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে এই ভারসাম্যের প্রকৃতিতে এক লক্ষণীয় রূপান্তর পরিলক্ষিত হচ্ছে । এই গবেষণায় কেন্দ্রীয় নীতি নির্ধারণ, আর্থিক নির্ভরতা এবং প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের প্রেক্ষিতে রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসনের ক্রমহ্রাসমান অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । বিশেষত COVID-19 মহামারীর সময় গৃহীত আকস্মিক ও একতরফা সিদ্ধান্ত—যেমন দেশব্যাপী লকডাউন—সমবায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয়তার সীমাবদ্ধতাকে উন্মোচিত করে এবং কেন্দ্রীভূত শাসন প্রবণতার বাস্তব চিত্র উন্মোচিত করে । একই সঙ্গে Kerala-এ নীতিগত উদ্যোগের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং West Bengal-এর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তহবিল স্থগিত রাখার মতো ঘটনাবলি কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্কের অন্তর্নিহিত টানাপোড়েনকে স্পষ্ট করে তোলে । এই প্রবন্ধে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে, যে কল্যাণমূলক প্রকল্প, আর্থিক বরাদ্দ এবং নীতিগত কাঠামোর মাধ্যমে কেন্দ্র এক প্রকার প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা গ্রহণ করছে, যা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে ক্রমশ "coercive federalism"-এর দিকে পরিচালিত করছে । পরিণতি স্বরূপ, এই প্রবণতাকে বল প্রশাসনিক ভারসাম্যকেই বিঘ্নিত করছে না বরং গণতান্ত্রিক নীতি, বহুত্ববাদী সমাজব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের মৌলিক ভিত্তিকেও নতুন করে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে ।

Keyword - *Cooperative Coercive federalism, Governor, article 370, covid-19, Racial Discrimination, Horse trading.*

ভূমিকা:

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—এককেন্দ্রিক (unitary) এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal) । যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে K. C. Wheare বলেছেন "by Federal principle I mean the method of dividing power so that the general end regional government are each within a sphere, coordinate and independent" উল্লেখ করেন (যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি হলো এমন একক্ষমতা-বণ্টনের পদ্ধতি, যেখানে জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকার উভয়েই নিজ নিজ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সম মর্যাদা সম্পন্ন ও স্বাধীনভাবে কার্য পরিচালনা করে) । অন্যদিকে Ronald Watts বলেছেন "Federation is a compound quality combining constituent units and a general government, each possessing power delegated to it by the people through a constitution, each empowered to deal directly with the citizen in the exercise of a significant portion of its legislative, administrative and texting power and each directly elected by its citizens" (যুক্তরাষ্ট্র একটি যৌগিক রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে অঙ্গরাজ্য সমূহ ও একটি সাধারণ সরকার পরস্পর সংযুক্ত থেকে সংবিধানের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে ক্ষমতা অর্জন করে । এই কাঠামোয় প্রতিটি স্তরের সরকার নিজ নিজ আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও কর আরোপের ক্ষমতা সরাসরি নাগরিকদের উপর প্রয়োগ করে এবং জনগণের দ্বারাই নির্বাচিত হয়ে গণতান্ত্রিক বৈধতা অর্জন করে)।

All rights reserved. ©2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

'যুক্তরাষ্ট্রীয়তা' (Federalism) আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার এক সুশৃঙ্খল ও সুসমন্বিত রূপ, যেখানে শাসন ক্ষমতা একক কেন্দ্রে আবদ্ধ না থেকে সুবিবেচিতভাবে বিভিন্ন স্তরের সরকারের মধ্যে বন্টিত হয়—কেন্দ্রীয় স্তর ও প্রাদেশিক বা স্থানীয় স্তরের মধ্যে। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি সরকার তার নিজ স্বসাংবিধানিক ক্ষেত্রের মধ্যে স্বতন্ত্রসত্বা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করে, যদিও তারা একটি বৃহত্তর জাতীয় কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয়তা এক সূক্ষ্ম ভারসাম্যের প্রতীক, যেখানে বিকেন্দ্রীকরণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনকে রক্ষা করে এবং কেন্দ্রীয় ঐক্য জাতির সংহতিকে সুদৃঢ় করে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে United States, Canada, Switzerland ও Australia—এই রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

'ফেডারালিজম' শব্দটির উৎস ল্যাটিন শব্দ 'foedus', যার অর্থ চুক্তি (treaty) বা সমঝোতা (agreement)। এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দর্শন প্রতিফলিত হয়—যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদাররা পারস্পরিক চুক্তি ও আস্থার ভিত্তিতে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। এখানে যেমন ক্ষমতার সুসংহত বন্টনের একটি নির্দিষ্ট কাঠামো বিদ্যমান, তেমনি বিদ্যমান আন্তঃসরকারি সহযোগিতার এক সূক্ষ্ম ও অপরিহার্য বন্ধন, যা সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে একত্রে ধারণকরে।

যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের ক্ষেত্রে মূলত দুটি ভিন্ন পথ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, কয়েকটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা ও সম্মিলিত অগ্রগতির লক্ষ্যে কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠনকরে—যার উজ্জ্বল উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই ধরণের কাঠামোকে "coming together federation" বলা হয়।

অন্যদিকে, একটি বৃহৎ রাষ্ট্র প্রশাসনিক সুবিধা ও আঞ্চলিক স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শাসন ক্ষমতা বন্টন করে এবং তাদের স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার প্রদান করে। এই প্রক্রিয়াকে "holding together federation" বলা হয়, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভারত। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১-এ উল্লিখিত—"India, that is Bharat, shall be a Union of States"—এই ধারণারই সাংবিধানিক প্রতিফলন।

এই ধরণের যুক্তরাষ্ট্রব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার সাংবিধানিকভাবে অধিক ক্ষমতার অধিকারী হলেও, বিশেষ পরিস্থিতিতে কিছু রাজ্যকে অতিরিক্ত স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই কারণেই Morris Jones এবং Granville Austin ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে 'সমবায়ী যুক্তরাষ্ট্র' (cooperative federalism) হিসেবে অভিহিত করেছেন—যেখানে ঐক্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে এক সুষম সহাবস্থানের প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়।

ঐতিহাসিকপ্রেক্ষাপট: ক্যাবিনেট মিশন একটি দুর্বল কেন্দ্র ভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ প্রদান করেছিল; কিন্তু সেই প্রস্তাব 'Indian National Congress' এবং 'All-India Muslim League'—উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। পরবর্তীকালে সংবিধান পরিষদের পরামর্শে এক শক্তিশালী কেন্দ্র সমৃদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা হয়, যেখানে একক নাগরিকত্বের নীতি ও বহাল রাখা হয়।

ঔপনিবেশিক যুগে এই ধারার বীজ প্রথম প্রতিফলিত হয় 'Government of India Act 1919'-এ, যেখানে প্রশাসনিক, আর্থিক ও আইন গত বিষয় গুলির প্রাথমিক বিভাজন সূচিত হয়। পরবর্তীতে Simon Commission প্রদেশগুলির স্বায়ত্ত শাসনের স্বীকৃতি দিয়ে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করে। Nehru Report-এ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা ও সর্বোচ্চ আপিল আদালতের ধারণা উপস্থাপিত হয়। এই ধারাবাহিক তার পরিণত রূপ হিসেবে 'Government of India Act 1935'-কে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অগ্রদূত বলা হয়, যার বহু উপাদান পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের সংবিধানে স্থান পায়।

All rights reserved. ©2026

সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করা সত্ত্বেও বাস্তব প্রয়োগে তার ভিন্ন চিত্র প্রতিভাত হয়। P. K. Tripathi-এর মতে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা অনেকাংশে একটি আদর্শগত কল্পনা, কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় তার মৌলিক শর্তগুলি এখানে পূর্ণাঙ্গ ভাবে প্রতিফলিত হয়না। এই কারণেই বহুতাত্ত্বিক ভারতীয় ব্যবস্থাকে "আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়" বা 'quasi-federal' বলে অভিহিত করেছেন—যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের রূপ বিদ্যমান থাকলেও তার অন্তর্গত কাঠামোতে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য সুস্পষ্টভাবে বিরাজমান।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো—

১. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা কীভাবে ধীরে ধীরে একটি 'coercive federalism'-এর দিকে রূপান্তরিত হচ্ছে, তার একটি সুসংহত ও সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা প্রদান করা।

২. কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলোর রাজনৈতিক ভূমিকা নিরীক্ষণ করা।

৩. অর্থনৈতিক ও নীতি - প্রণয়ন সরঞ্জামের প্রভাব মূল্যায়ন করা।

গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণা প্রবন্ধটি গুণগত (qualitative) ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধানত গৌণ উ৫স (secondary data) অবলম্বন করা হয়েছে,যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণা পত্র এবং সংবাদ পত্রের প্রকাশনা। এসব উ৫সের সুচিন্তিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যসংগৃহীত ও বিন্যস্ত করা হয়েছে।

Literature review

১ **Deepti et al (২০২৫)** এই গবেষণা পত্রে ভারতের স্বাধীন তার পরবর্তী সময়ের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তনের গল্প ফুটে উঠেছে। লেখক ভারতের যুক্তরাষ্ট্রকে চারটি ধাপে ভাগ করেছেন—এক দলীয় শাসন (১৯৫২-১৯৬৭), জোট সরকার (১৯৬৭-১৯৮৯), জাতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক তার প্রভাব (১৯৮৯-২০২০), আর শেষের দিকে আবার একদলীয় আধিপত্যের উত্থান (২০১৪-২০২৪)। এখানে জিএসটি, নীতি আয়োগ, আর কেন্দ্র-রাজ্যের নানা দ্বন্দ্ব নিয়েও বিশ্লেষণ আছে। সবশেষে লেখক বলেন, ভারতের বৈচিত্র্য ধরে রাখতে, আর সত্যিকারের সুশাসন আনতে হলে, কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্যগুলো র মাঝে আরও গভীর আস্থা ও সহযোগিতা বাড়াতে হবে।

২ **বিশ্বাস (২০২৫)** ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বসবাস করে ও উত্তর–পূর্বাঞ্চলের মানুষেরা যেন প্রায়শই এক অদৃশ্য সীমানার ভেতরে আটকে থাকেন—ভৌগোলিক নয়, বরং মানসিক ও সামাজিক। লেখক সেই অদৃশ্য বিভাজন রেখাটিকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন তাঁর লেখায়। শুরুতেই তিনি তুলে ধরেন অপমানের দৈনন্দিন অভিধান—"চিঙ্কি", "মোমো", "চাউমিন"—যেখানে একজন মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয়কে সংকুচিত করে ফেলা হয় কিছু স্টিরিওটাইপিক শব্দে। এই সম্বোধন গুলো কেবল কৌতুক নয়, বরং গভীর প্রোথিত এক অবজ্ঞার প্রতিচ্ছবি।

এই বাস্তবতাকে আরও তীক্ষ্ণভাবে ধরতে লেখক Axone সিনেমার উদাহরণ টানেন। সেখানে শহুরে জীবনের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, কীভাবে উত্তর–পূর্ব ভারতের মানুষেরা তাদের চেহারা, ভাষা কিংবা খাদ্যাভ্যাসের জন্য আলাদা করে চিহ্নিত হন—কখনো উপহাসের পাত্র, কখনো সন্দেহের চোখে দেখা "অন্য" কেউ। এই 'অন্যত্ব'ই যেন তাদের প্রতিদিনের সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু।

All rights reserved. ©2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

লেখক আরও ইঙ্গিত করেন, ডিজিটাল যুগে এই বৈষম্য আরও সূক্ষ্মও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও মিম সংস্কৃতি, যা আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ হাস্যরসের বাহক, আসলে বহুক্ষেত্রে এই পূর্বধারণা গুলোকেই পুনরুৎপাদন করে। ফলত, বিদ্রূপ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, আর সংবেদন শীলতা ক্রমশ ম্লান হয়ে যায়।

এই প্রেক্ষাপটে Matthew Clair এবং Jeffrey Denis-এর গবেষণার আলোকে লেখক দেখান, ভারতের বর্ণবাদ সরল কোনো ধারণা নয়; এটি সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা এক জটিল স্তরবিন্যাস, যা মানুষের পরিচয় ও মর্যাদাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ, এখানে বৈষম্য বাহ্যিক নয় বরং কাঠামোগত।

লেখার শেষ ভাগে এক আশাবাদী কিন্তু জরুরি প্রস্তাব উঠে আসে, উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জীবনযাপনকে শিক্ষার মূল ধারায় স্থান দেওয়া। কারণ, অজানাই ভয়ের জন্ম দেয়, আর পরিচিতি থেকেই আসে গ্রহণ যোগ্যতা। এই বহু বর্ণের সমাজকে সত্যি কার অর্থে এক সূত্রে বাঁধতে হলে প্রয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া এবং স্বীকৃতি। সবশেষে, লেখাটি যেন নীরবে প্রশ্নতোলে—আমরা কি সত্যিই আমাদের বৈচিত্র্যকে ধারণ করতে শিখেছি, নাকি এখনো "অন্য"কে দূরে সরিয়ে রাখার সহজ পথটাই বেছে নিচ্ছি?

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে সাংবিধানিক প্রেক্ষাপট: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা এক ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত—এখানে আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক কার্যাবলিতে সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্রের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। অনুচ্ছেদ ২৪৫-২৫৬-এর বিধান অনুসারে সংসদকে সমগ্র ভারতীয় ভূখণ্ড জুড়ে আইন প্রণয়নের বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির বিবেচনায় রাজ্যপালের নিয়োগ, এবং রাজ্যপালের মাধ্যমে রাজ্যের কোনো আইনকে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য সংরক্ষিত রাখার বিধান কেন্দ্রের প্রভাবকে আরও সুদৃঢ় করে। একইসঙ্গে, রাজ্যগুলিকে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা না দেওয়া এবং সংসদকে সাধারণ আইনের মাধ্যমে রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের অধিকার প্রদান (যেমন States Reorganisation Act) কেন্দ্রের কর্তৃত্বের বিস্তারকেই নির্দেশ করে।

অনুচ্ছেদ ৩৬৫ ও অনুচ্ছেদ ৩৫৬-এর মাধ্যমে, কোনো রাজ্য যদি কেন্দ্রের নির্দেশ মানতে ব্যর্থ হয় বা সাংবিধানিক শাসনে ব্যর্থতা দেখা দেয়, তবে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির বিধান রয়েছে—যা কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের সাংবিধানিক ভিত্তি স্থাপন করে। আবার অনুচ্ছেদ ২৫২ অনুসারে, দুই বা ততোধিক রাজ্যের অনুরোধে সংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে ও আইন প্রণয়ন করতে পারে।

সংবিধানের সপ্তম তফসিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেকেন্দ্র তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকায় বিভক্ত করলেও, দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনের প্রাধান্য স্বীকৃত। উপরন্তু, অবশিষ্ট ক্ষমতাও কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকায় তার শক্তির পরিসর আরও বিস্তৃত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩১২ অনুযায়ী, রাজ্যসভার প্রস্তাবের ভিত্তিতে নতুন একটি সর্বভারতীয় পরিষেবা গঠনের ক্ষমতা ও সংসদের অধীন। এই প্রেক্ষাপটে K. C. Wheare ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থাকে 'quasi-federal' বলে অভিহিত করেছেন—যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর আবরণে কেন্দ্রীয় শক্তির প্রাধান্য স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

পরিকল্পনা কমিশনের পরিবর্তে নীতি আয়োগ এর গঠন:

উপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ভেঙে সদ্যস্বাধীনতা অর্জন কারী এক নবজাত রাষ্ট্র—দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে লড়াইয়ের প্রয়োজনে—পরিকল্পনা কমিশনের জন্মহয়। মিশ্র অর্থনীতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠান জাতির আর্থ সামাজিক অগ্রগতির এক সুদূর প্রসারী রূপরেখা নির্মাণ করত এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করত।

কিন্তু সময়ের স্রোতে, বিশেষত অর্থনৈতিক উদারীকরণের পরবর্তী পর্যায়ে, কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার সেই প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে, এবং বিকাশের পথ আরও বহুমুখী ও বিকেন্দ্রীভূত চরিত্র ধারণ করে। অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব এবং রাজ্যগুলোর উপর কেন্দ্রীয় আধিপত্যের

All rights reserved. ©2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

অভিযোগ ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠলে, ২০১৫ সালে প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর-এর নেতৃত্বাধীন সরকার পরিকল্পনা কমিশনকে বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে NITI Aayog প্রতিষ্ঠা করে। এই নতুন প্রতিষ্ঠানটি মূলত একটি চিন্তা কেন্দ্র (think tank) হিসেবে কাজ করে, যা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং উন্নয়ন মূলক নীতি নির্ধারণে পরামর্শ প্রদান করে। নীতি আয়োগ সহযোগিতামূলক (cooperative) এবং প্রতিযোগিতামূলক (competitive) যুক্তরাষ্ট্রীয়তার ধারণাকে গুরুত্ব দিয়ে, নীতি নির্ধারণে একটি "bottom-up" পদ্ধতির উপর জোর দেয়—যেখানে স্থানীয় স্তরের প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতা থেকেই জাতীয় উন্নয়নের পরিকল্পনা নির্মিত হয়।

Kirit Parikh-এর মতে, NITI Aayog মূলত পরিকল্পনা কমিশনেরই এক নবায়িত রূপ। যদিও এটি বৃহত্তর আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে নীতি নির্ধারণে পরামর্শ প্রদান করে এবং কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকার দাবি করা হয়, বাস্তবের চিত্র সর্বদা সেই দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, যে West Bengal, Kerala ও Delhi-এর মতো বিরোধী দল-শাসিত রাজ্যগুলিতে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিবর্তে এক প্রকার দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একাধিক রাজ্যের অভিযোগ, তাদের সঙ্গে যথাযথ পরামর্শ ছাড়াই কেন্দ্রীয় স্তর থেকে নীতিগুলি আরোপ করা হয়, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির মূল চেতনাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। অন্যদিকে, বরাদ্দ তহবিলের বণ্টন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ও বৈষম্যের অভিযোগ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে আরও জটিল করে তোলে, যার ফলে পারস্পরিক আস্থার অবক্ষয় ঘটে। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, সমন্বয়ের পরিবর্তে বিরোধে, এই প্রবণতা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিতকে দুর্বল করে দিচ্ছে এবং তার মৌলিক ভারসাম্যকে ক্রমশ দুর্বল করে তুলছে।

GST; : জটিল কর ব্যবস্থার জট থেকে মুক্তি লাভ এবং একটি অভিন্ন বাজার গঠনের লক্ষ্যেই ২০১৬ সালে ১০১ তম সংবিধান সংশোধন আইনের মাধ্যমে 'একজাতি, এককর' নীতির ভিত্তিতে পণ্য ও পরিষেবাকর—(Goods and Services Tax)—প্রবর্তিত হয়। ধারা ২৪৬(ক) অনুসারে, জিএসটি সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই সমান ক্ষমতা স্বীকৃত হয়। একই সঙ্গে ধারা ২৭৯(ক)-এর অধীনে গঠিত জিএসটি কাউন্সিল কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন ও নীতিগত সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে। তবে ধারা ২৬৯(ক)-এর মাধ্যমে আন্তঃরাজ্য পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের একচ্ছত্র ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা এই কাঠামোর মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রাধান্যের একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।

যদি ও জিএসটি ভারতের সমবায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয়তার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে, তবুও এর অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটিগুলি অগ্রাহ্য করা যায়না। এটি 'গন্তব্যভিত্তিক' কর ব্যবস্থা হওয়ায় উৎপাদনশীল রাজ্যগুলি আর্থিক ভাবে কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কেন্দ্র ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলেও বহুরাজ্যের অভিযোগ, সেই অর্থ যথা সময়ে প্রাপ্ত হয়নি—যা তাদের আর্থিক স্বায়ত্তশাসনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

অন্যদিকে, জিএসটি কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিন-চতুর্থাংশ ভোটের প্রয়োজন হয়, যেখানে কেন্দ্রের হাতে থাকে এক-তৃতীয়াংশ এবং রাজ্যগুলির সম্মিলিতভাবে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট। ফলে বাস্তবিক পরিসরে কেন্দ্রের মতামত ছাড়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব—যা এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় প্রভাবের সুস্পষ্ট উপস্থিতিকেই নির্দেশ করে।

রাজ্যপালের ভূমিকা: রাজ্য সরকারের সাংবিধানিক ও নামসর্বস্ব প্রধান রাজ্যপাল। ডঃ বি আর আম্বেদকরের উক্তিটি "the Governor under the constitution has no functions to which he can discharge by himself no function and all" এবং তার নামেই রাজ্যের সমস্ত কাজ পরিচালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজ্যপাল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে একটি সেতুবন্ধনের কাজ করে। রাজ্যপাল রাজ্যে কেন্দ্র সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। রাজ্যপালের সাংবিধানিক কার্য পদ্ধতিকে ঘিরে অনেক বিতর্কের লক্ষ্য করা গিয়েছে। রাজ্যপাল সংবিধানিক পদমর্যাদা রক্ষার পরিবর্তে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। রাজ্যপালের নিয়োগ এবং অপসারণ রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির ওপর নির্ভর করে, তবে বাস্তবে গৃহমন্ত্রীর পরামর্শে প্রধানমন্ত্রী কাজটি করে থাকেন। ৩৫৬ নং ধারাকে কেন্দ্র করে অনেক সময় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। Supreme court বিভিন্ন রায়ের মাধ্যমে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাকে সীমিত করার চেষ্টা করেছেন। 'S R Bommai vs Union of India' (১৯৯৪) ৩৫৬ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যের রাষ্ট্রপতি শাসন আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য এবং রাজ্যপাল নিজ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা অনুযায়ী যে কোন দলকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান করতে পারেন না।

All rights reserved. ©2026

২০২৫ সালে Supreme Court 'Tamil Nadu vs Union of India' মামলার রায়ে ঘোষণা করা করে যে, কোনো বিলে সম্মতি প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকা আবশ্যক। আদালত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে, যে বিধানসভা দ্বারা গৃহীত বিলের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিলম্বিত রাখা সংবিধানের মূল চেতনার পরিপন্থী। রাজ্যপালকে কোনো বিলে সম্মতি প্রদান বা তা প্রত্যাখ্যান (withhold) করার বিষয়ে সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত এই সময়সীমার অতিরিক্ত সময় নেওয়া হলে, সংশ্লিষ্ট রাজ্য আইনসভা সেই বিলটিকে রাজ্যপাল কর্তৃক গৃহীত বলে বিবেচনা করবে। একই সঙ্গে, রাজ্যপালের বিল প্রত্যাখ্যান করার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাকে অসাংবিধানিক হিসেবে ঘোষণা করে। সাম্প্রতিক রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের দ্বন্দ্ব উদাহরণ হিসেবে বলা যায়,

১) অরুণাচলপ্রদেশ : মুখ্যমন্ত্রী নবম টুকির সাথে পরামর্শ না করেই রাজ্যপাল জ্যোতি প্রসাদ বাজপেয় বিধানসভার অধিবেশন করেন। পরবর্তীতে সর্বোচ্চ আদালত রাজ্যপালের এই পদক্ষেপকে অসংবিধানিক ঘোষনা করে ও সরকার বহাল রাখে।

২) পশ্চিমবঙ্গ : রাজ্যপাল জগদ্বীপ ধানখড় এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মধ্যে মতপার্থক্য এতটা তীব্র হয়ে ওঠে যে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্লক করে দেন।

৩) মহারাষ্ট্র : covid-19 মহামারীর সময় মন্দির খোলা ও বিধান পরিষদের সদস্য নিয়োগ করা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধাব ঠাকরে ও রাজ্যপালের মধ্যে। শেষমেষ মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করে এবং নতুন সরকার গঠিত হয়।

হর্স ট্রেডিং: রাজনীতির অন্তরাল অঙ্গনে "হর্স ট্রেডিং" এমন এক অন্ধকার বাস্তবতা, যেখানে নীতির পরিবর্তে প্রাধান্য পায় অর্থের লোভ ও ক্ষমতার লালসা। এখানে অর্থ ও প্রলোভনের বিনিময়ে জনগণের নিরনয়কে অবজ্ঞা করে নির্বাচিত বিধায়ক ও সংসদ সদস্যদের বিবেক যেন নিলামে তোলা হয়। ক্ষমতার পালা বদলের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলো গোপন দরকষাকষির মাধ্যমে জনবিশ্বাসকে ভেঙে দেয়, আর গণতন্ত্রের পবিত্রতাকে কলুষিত করে তোলে।

২০১৪ সালের সধারণ নির্বাচনের পর ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে অভূতপূর্ব সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে ভারতীয় রাজনীতির গতিপথে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। পরবর্তীকালে অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে দল বদল, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও জোটের পুনর্গঠনের নেপথ্যে এক সূক্ষ্ম রাজনৈতিক কৌশলের প্রকাশ দেখা যায়, যেখানে ক্ষমতার সমীকরণ নীরবে কিন্তু দৃঢ়ভাবে পুনর্লিখিত হতে থাকে। এই সময় অনুচ্ছেদ ৩৫৬-এর প্রত্যক্ষ প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেলেও, তার পরিবর্তে "হর্সট্রেডিং"-এর মতো গোপন রাজনৈতিক কৌশলের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, অরুণাচল প্রদেশে ২০১৬ সালে কংগ্রেস সরকারের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহের ফলে শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি থাকার প্রেক্ষাপটেও, রাজনৈতিক আনুগত্যের রদবদলের মাধ্যমে বহু বিধায়ক দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদেন—যা ক্ষমতার অন্তরালে চলমান সূক্ষ্ম কিন্তু গভীর রাজনৈতিক রূপান্তরেরই ইঙ্গিত বহন করে। ২০১৬ সালে Uttarakhand-এ কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে পৌঁছলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়; যদিও পরবর্তীতে Supreme Court-এর হস্তক্ষেপে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুজ্জীবিত হয়ে সরকার পুনর্বহাল হয়। এরপর ২০১৭ সালে Goa-তে কংগ্রেস বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হলেও, ভারতীয় জনতা পার্টি দ্রুত অন্যান্য দল ও নির্দলীয়দের সমর্থন সুনিশ্চিত করে সরকার গঠন করে; পরবর্তী কালে কংগ্রেসের একাংশ বিধায়কও সেই দলে যোগদান করে।

একই ধারাবাহিকতায়, ২০১৯ সালে Karnataka-এ কংগ্রেস ও জেডি(এস)-এর জোট সরকার ১৬ জন বিধায়কের পদত্যাগের ফলে ভেঙে পড়ে এবং ক্ষমতার পালাবদলে বিজেপি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০২০ সালে Madhya Pradesh-এ Jyotiraditya Scindia-ঘনিষ্ঠ বিধায়কদের পদত্যাগের ফলে Kamal Nath-এর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের পতন হয়; পরবর্তীতে সেখানে পুনরায় বিজেপি সরকার গঠিত হয়।

All rights reserved. ©2026

২০২২ সালে মহারাষ্ট্রে Eknath Shinde-এর নেতৃত্বে শিবসেনার অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে রাজনৈতিক ভারসাম্য ভেঙেপড়ে; এর পরিণতিতে Uddhav Thackeray মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন এবং সরকারের পতন হয়।

এর আগে, ২০২১ সালে পন্ডিচেরিতে কংগ্রেস সরকারের পতন এবং ২০১৯ সালে Sikkim-এ অত্যন্ত সীমিত আসন প্রাপ্তি সত্ত্বেও বিজেপি দলের ব্যাপক দলবদলের কৌশলের মাধ্যমে ক্ষমতায় আরোহন—এই ধারারই প্রতিফলন।

পরবর্তীকালে, ২০২৪ সালের জানুয়ার মাসে Bihar-এ Nitish Kumar মহাগঠবন্ধন ত্যাগ করে এনডিএ-তে যোগদান করেন এবং নবমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করেন—যা রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের এক তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ। তবে এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সর্বত্র সমানভাবে সফল হয়নি; Rajasthan এবং West Bengal-এ এই ধরনের কৌশল প্রত্যাশিত ফললাভে ব্যর্থ হয়েছে।

সমগ্র ঘটনা প্রবাহ এক জটিল রাজনৈতিক বাস্তবতার ইঙ্গিত দেয়, যেখানে ক্ষমতার রূপান্তর কেবল নির্বাচনী রায়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্তর্দ্বন্দ্ব, আনুগত্যের পরিবর্তন এবং কৌশলগত পুনর্গঠনের মাধ্যমে নতুন আকার ধারণ করে।

অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর বিলোপ: ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর বিলোপ সমকালীন সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক আলোচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। সংবিধানের সূচনালগ্ন থেকেই জম্মু এবং কাশ্মির-কে একটি বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল, যা ভারতের 'অপ্রতিসম যুক্তরাষ্ট্র (asymmetrical federation)-এর একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তবে ২০১৯ সালে এই অনুচ্ছেদের বিলোপের মাধ্যমে সেই বিশেষ মর্যাদার অবসান ঘটে, যার ফলে ভারতের অপ্রতিসম যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ধারণা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। একইসঙ্গে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পূর্ণরাজ্যত্ব বিলুপ্ত করে তাকে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ-এই দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পুনর্গঠিত করা হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় রাজ্যসরকারের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বা সম্মতির অভাব নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। ফলে, এই পদক্ষেপটিকে প্রশাসনিক পুনর্গঠন নয়, বরং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ভারসাম্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি গভীর একাডেমিক বিতর্কের সূত্রপাত করেছে।

ভারতের তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর যুগে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির উপর এর প্রভাব বহুমাত্রিক। তথ্য ও প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশে শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ক্রমশ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সঞ্চিত হচ্ছে, যার ফলে রাজ্যগুলির মতামত ও ভূমিকা অনেকাংশে আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। Aadhaar, MyGov এবং DigiLocker-এর মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি সরকারি পরিষেবাকে সহজলভ্য ও গতিশীল করেছে; একই সঙ্গে নাগরিকদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আরও অন্তর্ভুক্তি মূলক করার এক প্রচেষ্টাও প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতকে একটি বৈশ্বিক প্রযুক্তি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা রাষ্ট্রে আধুনিকীকরণের এক সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

এই অগ্রযাত্রার পথে "ডিজিটাল বিভাজন" ও শিক্ষাগত সীমাবদ্ধতা এক গভীর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা প্রযুক্তির সুফলকে সর্বস্তরে সমভাবে পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করছে। রাজ্য স্তরে দুর্বল তদারকি এবং ক্রমবর্ধমান সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি এই নীতিগুলির কার্যকর বাস্তবায়নকে আরও জটিল করে তুলছে। উপরন্তু, কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত এই প্রকল্পগুলির অর্থায়নে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় তহবিলের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল থাকতে হয়, যা তাদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে সীমিত করে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্যে এক সূক্ষ্ম টানাপোড়েনের সৃষ্টি করে।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা - ED, CBI, NIA – কে অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে। এই সংস্থাগুলির হস্তক্ষেপে অনেক ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে নয় বরং কেন্দ্র সরকার রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

All rights reserved. ©2026

ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তফসিল অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব মূলত রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত। প্রয়োজনে কেন্দ্র সমন্বয়ের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করতে পারে, তবে COVID-19-এর সময় সেই ভারসাম্য স্পষ্টভাবে বিঘ্নিত হতে দেখা যায়। ২০২০ সালের ২৪শে মার্চ, কোনো রাজ্য সরকারের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরামর্শ ছাড়াই হঠাৎ দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণার ফলে লক্ষলক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক এক অভূতপূর্ব মানবিক সংকটের সম্মুখীন হন। যার বেদনাবহ চিত্র জাতির স্মৃতিতে আজও অমলিন। এমনকি প্রাথমিক সুরক্ষা সরঞ্জাম, যেমন PPE কিট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের অনুমতির কঠোর বিধিনিষেধ আরোপিত ছিল। Kerala-তে রাজ্য সরকার যখন স্বতন্ত্রভাবে কিছু শিথিলতার উদ্যোগ নেয়, তখনও কেন্দ্রীয় নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হতে হয়। এই সমগ্র পরিস্থিতি প্রতীয়মান করে যে, এক গভীর সংকট কালে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার পরিবর্তে কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রাধান্য পেয়েছিল, যা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মৌলিক ভারসাম্যকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকারগুলির উপর একপ্রকার নীতিগত চাপসৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। Kerala সরকার বকেয়া প্রায় ১,১৫৮ কোটি টাকা পাওয়ার আশায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও PM SHRI প্রকল্পে অংশ গ্রহণে সম্মত হয়। অন্যদিকে, Pradhan Mantri Awas Yojana এবং রেশন দোকানে প্রধানমন্ত্রীর চিত্র ব্যবহারের প্রশ্নে বিতর্ক তীব্র হলে, ২০২৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ-এর জন্য জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের অধীনে প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় বরাদ্দ স্থগিত রাখা হয়। এই ঘটনাবলি ইঙ্গিত করে, অর্থনৈতিক সহায়তা ও কল্যানকর প্রকল্পের মাধ্যমে ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের মধ্যে এক সূক্ষ্ম ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে।

Conclusion

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থাতার সাংবিধানিক কাঠামোতেই কেন্দ্রকে প্রাধান্য দিয়েছে; কিন্তু যখন এই প্রাধান্য অতি-কেন্দ্রীভূত রূপ ধারণ করে, তখন তা নিঃশব্দে রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসনের পরিসর সংকুচিত করে এবং বিচ্ছিন্ন তার সূক্ষ্ম বোধকে প্ররোচিত করে। ফলে নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় রাজ্যগুলির সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক্রমশ ম্লান হয়ে পড়ে, আর ক্ষমতার ভারসাম্য একমুখী হয়ে ওঠে।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যেন ক্রমশ সমবায়ী সহাবস্থানের মডেল থেকে সরে এসে একপ্রকার "coercive federalism"-এর দিকে অগ্রসরমান—যেখানে কেন্দ্রের ইচ্ছা ও প্রভাবই হয়ে ওঠে রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখ্য নির্ধারক। তবুও, ভারতেরবহুবর্ণ, বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক সত্তা টিকে থাকে পারস্পরিক নির্ভরতা, আস্থাওসংলাপেরসূক্ষ্মসুতোয়বাঁধাএকসমন্বিতকাঠামোরভিতরে।

অতএব, এই বহুমাত্রিক গণতান্ত্রিক সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ককে পুনরায় বিশ্বাস, সহযোগিতা ও সম্মিলিত দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে নির্মাণ করা অপরিহার্য। ভবিষ্যতের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও সার্থকতা নির্ভর করবে সেই সূক্ষ্ম ভারসাম্যের পুনর্গঠনের উপর—যেখানে শক্তির আধিপত্য নয়, বরং সহাবস্থানের সুষম সমন্বয়ই নিশ্চিত করবে এক সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশ।

Reference

1. Mondal, D. K. (2025). Federalism is myth in India. In D. K. Mondal & B. N. Basu (Eds.), Exploration of knowledge and information in humanity and social science (Vol. 2, pp. 133–153). Crown Publication.

2.Biswas, A. (2025). *Racism and exclusion of North-East Indians from mainland India.*International Journal of Sociology and Humanities.

All rights reserved. ©2026

3. Verma, D. (2024). *Federal polity in India: Evolution and concept.*Indian Journal of Integrated Research in Law, 5(1),1089–1102.

4. Deepti, and Devi, P. (2025). *Changing dynamics of federalism in India: An analysis.*International Journal of Professional Department.

5. Mir, U. (2026, January 30). Cooperative federalism to coercive federalism: How gubernatorial discretion in practice is rewriting Indian federalism. I-CONnect. [https://www.iconnectblog.com/cooperative-federalism-to-coercive-federalism-how-gubernatorial-discretion-in-practice-is-rewriting-indian-federalism/]

6. Kanwar, R. *Abrogation of Article 370: Impact on asymmetrical federalism in India.* Indian Journal of Integrated Research in Law.

7. Ratha, B. B. H. *Centre–state financial relation under the GST regime: A critical study*. Indian Journal of Integrated Research in Law.

8. Johari, J. C.(2019).*Comparative Politics.*(4th ed). Sterling Publishers PVT.LTD.

9. Where,K. C. (1964).*Federal Government*. Oxford university Press.

10. Basu, D. D. (2024). Introduction to the Constitution of India (27th ed.).LexisNexis.

11. National Council of Educational Research and Training. (2006). Indian constitution at work: Textbook in political science for class XI. NCERT.

12.https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Uttarakhand_political_crisis.

13.https://www.hindustantimes.com/assembly-elections/goa-govt-formation-how-congress-lost-the-plot-despite-finishing-first-in-election/story-10PULDveeUkzWvy2asZhSK.html.

14 https://www.anandabazar.com/amp/india/karnataka-bypoll-results-2019-congress-janata-dal-secular-coalition-vs-bjp-dgtl-1.1080434.

15 https://www.bbc.com/bengali/news-62001608.

16 https://www.thehindu.com/news/national/other-states/10-out-of-13-sdf-mlas-join-bjp-in-sikkim/article61584506.ece.

17.https://peoplesdemocracy.in/2025/1123_pd/coercive-federalism-and-conditional-welfare

All rights reserved. ©2026

TGJCT
EST. 2025

All rights reserved. ©2026